

গুণময় মান্নার ‘শালবনি’: প্রেক্ষিত নকশাল আন্দোলন**সহদেব দাস****গবেষক, মেদিনীপুর কলেজ(অটোনমাস),পশ্চিমবঙ্গ,ভারত****সারসংক্ষেপ:**

নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা উপন্যাস গুলির মধ্যে গুণময় মান্নার ‘শালবনি’ উপন্যাসটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই উপন্যাসে অখণ্ড মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলের প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রা ও সমাজব্যবস্থার পাশাপাশি জমিদার ও শাসক শ্রেণির অত্যাচার ও নিপীড়নের ছবিও দেখতে পাওয়া যায়। সরকারের দমন পীড়ন নীতিতে অতিষ্ঠ হয়ে অসহায় খেটে খাওয়া মানুষের জীবন ছিল বিপন্ন। তারা তাদের দাবি আদায়ের জন্য ধীরে ধীরে সশস্ত্র বিপ্লবের কারণে সরকারের বিষ নজরে পড়েছিল এবং সরকারের পুলিশ বাহিনীর কাছে তাদের পরাস্ত হতে হয়। গণপতি সিংহের মতো একজন জমিদারের রাইস মিলে মূলত মাহাত, সাঁওতাল ও দুলেদের মেয়েরা কাজ করে। একদিন দেখা যায় রাতের অন্ধকারে গণপতি সিং-এর গলা কেটে হত্যা করেছে চারজন যুবক। সেই থেকে রাইস মিল বন্ধ, চাষবাস বন্ধ, গ্রামে শুরু হয় পুলিশি অত্যাচার। মোহন নামের একজন যুবক এলাকায় চাষবাস শুরু করে এবং মাহাতো, দুলে ও সাঁওতাল পাড়ার লোকদের পুনরায় চাষের কাজে আগ্রহী করে তোলে। শামলীর সঙ্গে মোহনের ঘনিষ্ঠতা এবং মাথুরের সহযোগিতায় মোহন শামলীকে বিয়ে করে বনের গোপন গুহায় আশ্রয় নেয়। হঠাৎ করে মেলেটারির সঙ্গে মোহনের লড়াই শুরু হয়। তীর ও বন্দুকের যুদ্ধে বন্ধুকের জয় হয় এবং শামলীকে তারা বনের মধ্যে ধর্ষণ করে, মোহনকে গুলি করে হত্যা করে। নকশাল আন্দোলনে একসময় প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষিত যুবক বিশেষ ভাবে যুক্ত হয়েছিল। তারা নিজেদের পারিচয় গোপন করে গ্রামে গিয়ে প্রান্তিক মানুষদের সংগঠিত করেছিল এবং চাষের কাজে যুক্ত করে তাদের স্বার্থ সুরক্ষার বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল সেই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায় মোহন ও বলাই এর মধ্যে। ক্যাপ্টেনের মুখে আরো শোনা যায় মোহন গণপতি সিংকে হত্যা করেছে এবং মোহন একজন কমরেড তার সঙ্গী বলাই হল কমরেড সুরজিৎ হালদার। মোহনের মতো একজন নকশাল নেতার স্ত্রীকে মাথুর আশ্রয় দেওয়ার পাশাপাশি জমির ধান নিজেদের খামারে তোলার জন্য জনমত গঠন করার কারণে তার বাড়িতে শুধু পুলিশি নির্যাতন নয় একসময় তাকে হত্যাও করা হয়। শামলীর পেটের সন্তানটি ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে এবং তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে সেই এলাকায় মানুষের মনে আবার উন্মাদনা দেখা যায়। আগামী প্রজন্মকে তারা সাদরে অভ্যর্থনা জানায়। এইভাবে গুণময় মান্না নকশাল আন্দোলনের ঘটনাকে ‘শালবনি’ উপন্যাসে কাহিনির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।